অবজ্ঞা করিলে সেই সেই দেহে অন্তর্য্যামীরূপে বিদ্যমান আমারই অবজ্ঞা করা হয়। সেইরূপ অবজ্ঞা করিয়া যেজন আমার প্রতিমার অর্চ্চনা করে, সে জন আমার প্রতিমার অবজ্ঞাই করিয়া থাকে। যেহেতু ৩।২৯।২২ শ্লোকে শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন—

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

যে জন সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়া প্রতিমাতে সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বুদ্ধির অভাব জন্য শিলাময়ী বা কাষ্ঠময়ী প্রতিমাবুদ্ধি পোষণ করে, সেই মূর্খতা দোষে তাহার ভস্মতেই আহুতি দেওয়া হয়। এস্থানের অভিপ্রায় এই যে—সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামীরূপে বিদ্যমান পরমেশ্বর আমার সহিত প্রতিমার একত্র ভাবনা না করিয়া যে জন আমার প্রতিমা ভজন করে, সে জন ভজনভিজ্ঞতা-দোষে কেবল লোকরীতি-দৃষ্টিতে সেই প্রতিমাতে জলাদি অর্পণ করিয়া থাকে; অর্থাৎ সেই প্রতিমা সেবকের হৃদয়ে যিনি সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামী রূপে বিদ্যমান আছেন, তিনিই প্রতিমারূপে আমার গৃহে অবস্থিত—এইরূপ বুদ্ধির অভাব জন্য সর্ব্বভূতকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। যেমন—অগ্নিপুরাণে শ্রীদশরথ মহারাজ মৃগভ্রান্তিতে যখন অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুমুনিকে মারিয়াছিলেন, তখন সেই তপস্বীপ্রবর অন্ধমুনির বিলাপ-প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে—

শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিম্বা প্রতিমায়াং হরের্ময়া।
কিং ময়া পথিদৃষ্টস্য বিষ্ণুবক্তস্য কর্হিচিৎ॥
তন্মূদ্রাঙ্কিতদেহস্য চেতসা নাদরঃ কৃতঃ,
যেন কর্ম্মবিপাকেন পুত্রশোকো মমেদৃশ ইতি।

অর্থাৎ আমি কখনও কি শ্রীহরির প্রতিমাতে শিলাবুদ্ধি করিয়াছিলাম? কিম্বা পথমধ্যে ভগবদ্ভক্তসমুচিত হরিনামাক্ষর শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্নে চিহ্নিতদেহ বিষ্ণুভক্তকে দেখিয়া আমি কখনও কি মনে অনাদর করিয়াছিলাম? যে কর্ম্মফলে আমার এই প্রকার পুত্রশোক উপস্থিত হইল। শাস্ত্রে আরও উক্ত আছে যে—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী গুর্ব্বুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ
শুদ্ধে তন্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তাদিতর-সমধীর্যস্য বৈ নারকীঃ সঃ।